দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 DEC 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

156

জনমত

প্রাইমারী স্কুলের মঞ্জুরী চাই

আমরা মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ধামশর ইউনিয়নের নটিয়াবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। আশপাশে ২/৩ মাইলের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় গত ১৯৭৫ ইং সনে আমাদের এ গ্রামে আমরা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। ৩৩ শতাংশ রেজিস্টিকৃত জমিতে একটি টিনের ঘরে স্থাপিত এ বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ চারজন শিক্ষক এলাকার প্রায় ৫০০ জন ছেলে মেয়েকে শিক্ষাদান করে আসছেন। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টি সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছে। জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার কয়েকবার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে সরকারী মঞ্জুরীর জন্য জোর সুপারিশ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরী পায়নি। ফলে এই আর্থিক দুর্দিনে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এ অবস্থায় বহু কষ্টে স্থাপিত এলাকার এই একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারী মঞ্জুরী দিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি কামনা করছি।

—সুনীল কুমার সূত্রধর
প্রধান শিক্ষক
নটিয়াবাড়ী বেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় দৌলতপুর মানিকগঞ্জ।

হরতাল ও স্কুলের পরীক্ষা

বর্তমানে সারা দেশে বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচী ১৫ই ডিসেম্বর ৮৯ পর্যন্ত। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সন্তানরাই নিশ্চয়ই এ সময়সূচীর আওতায় রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার পথে তাদের পড়াশোনা বা পরীক্ষায় যাতে কোন কারণে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেটা দেখা প্রতিটি দায়িত্ব শীল নাগরিকের কর্তব্য। কোন রাজনৈতিক দলের যদি হরতাল করার কর্মসূচী থাকে তবে এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা করার অধিকার আছে। কিন্তু শিশু কিশোরদের শিক্ষা বিশেষ করে পরীক্ষার বিনিময়ে নিশ্চয় তা নয়। তাই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়ার জন্য আমি সরকারী, বিরোধী নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

জসিমউদ্দিন আহম্মেদ,
জনৈক অভিভাবক, পূর্ব মরাদপুর, দনিয়া, ঢাকা।

শ্রিম্প কালচার বোর্ড হোক

বাংলাদেশে বর্তমানে ছয় হাজার একর জমি চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। অব্যবহৃত ও প্রলম্বিত উপকূলীয় এলাকার পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিংড়ি চাষ করা গেলে—বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক হিসাবে অন্ততঃ দেড় লাখ একর জমিতে চিংড়ি চাষ প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে এবং এ থেকে প্রতি বছর রফতানী আয় হতে পারে দশ থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগে পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষের জন্য নিপুণ পুঁজি বিনিয়োগ চিংড়ি চাষকে রফতানী মুখী হিসেবে ঘোষণা করে ২৫ : ৭৫ শতাংশ হারে ব্যাংক লোন দেয়ার ব্যবস্থা প্রসেসিং ক্যানিং ও ফিজিং প্ল্যান্ট স্থাপন উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষের উপযোগী প্রায় সব জমি চাষের আওতায় আনা অন্যান্য সুবিধা দেয়া হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন এবং বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদী ও বাস্তবধর্মী চিংড়ি উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, চিংড়ি বিশেষজ্ঞ এবং বেসরকারী সেক্টর থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় শ্রিম্প কালচার বোর্ড গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ আবদুল খয়ের
মেরিন সায়েন্স
৩১৯ শাহ আমানত হল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।